দৈনিক বাংলা

তারিখ 1 JUL 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

গাইয়ুম-খালেদা জিয়া বৈঠক

সার্ককে আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্ক বৈঠকগুলিকে আরো সুশৃঙ্খল ও সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে গতকাল আলোচনা করেন। খবর বাসসর।

পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় ৯০ মিনিটব্যাপী আলোচনার সময় নেতৃদ্বয় দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

'৯২ সালে সার্ক পরিবেশ বর্ষ পালন, একটি সার্ক আঞ্চলিক তহবিল গঠন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ও ফলাফল সমীক্ষা ও পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ, গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়া ও

(শেষ পৃঃ ৮–এর কঃ দ্রঃ)

সার্ককে আরো সক্রিয়

(প্রথম পৃঃ পর)

এতদঞ্চলে এর প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা এবং বেসরকারী ও পেশাজীবীদের সমিতি গঠন সম্পর্কেও নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন বলে উক্ত মুখপাত্র জানান।

সার্ক ফান্ড গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে মত প্রকাশ করা হয় যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বেচ্ছাদান এবং দাতা সংস্থাসমূহ ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাদানের মধ্যমেও এই তহবিল গঠিত হতে পারে।

নেতৃদ্বয় সার্কভুক্ত দেশগুলোতে শিশুদের অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেন এবং এ ব্যাপারে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের বৈঠকের মত আরো বৈঠক অনুষ্ঠানের আহবান জানানো হয়।

আনুষ্ঠানিক আলোচনাকালে প্রেসিডেন্ট গাইয়ুম এই অঞ্চলে শান্তি প্রগতি ও সহযোগিতার মাধ্যম হিসাবে সার্ক গঠনের প্রথম প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন ও প্রবক্তার উল্লেখ করেন।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সার্ক ধারণার সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং আমরা সবাই মিলে এই অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল পরিবেশে দারিদ্র্য জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য করব।

তিনি দু'দেশের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ককে 'চমৎকার' বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে দু'দেশের ভেতর সহযোগিতার মাত্রা খুবই সন্তোষজনক।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মালদ্বীপের ছাত্রদের জন্য বাংলাদেশের মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সীট দেয়ার প্রস্তাব রাখেন। তিনি আরো বলেন যে বাংলাদেশ মালদ্বীপে দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিকের যোগান দিতে পারে।

তিনি দু'দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো জোরদার করার আহবান জানান।